১৮-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অমৃত বেলায় উঠে মেডিটেশনে বসে, বিচার(চিন্তন) কর -- আমি আত্মা । আমার বাবা হলেন বাগবান (যিনি কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করেন) । তিনিই আবার কান্ডারী, আমি তাঁরই সন্তান । মালিক হয়ে জ্ঞান রত্নের সিমরণ (স্মরণ) কর ।

প্রশ্ন :-- কোন এক মহত্ব যা দুনিয়াতে আছে, আবার বাবার কাছেও আছে ?

উত্তর :-- দানের মহত্ব । বাচ্চারা, তোমাদের দয়াশীল হয়ে সবাইকে করুণা করতে হবে । সবাইকে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করতে হবে । দাতাদের অনেক মহিমা করা হয়, সংবাদপত্রেও তাদের নাম প্রকাশিত হয়, সুতরাং তোমাদেরও সবাইকে দান করতে হবে অর্থাত্ মেডিটেশন শেখাতে হবে ।

গীত :-- আমাকে সাহারা দিয়েছে যে, আমার তাকে জানাতে চায় কেবলই ধন্যবাদ•••••

ওম্ শান্তি । সাহারা তাকেই দেওয়া হয় যে ডুবে যাচ্ছে, তাকে পার করার জন্য সাহারা দেওয়া হয়, কান্ডারী নামটা তো ভারতবাসীরা জানে । কান্ডারীর কাজই হলো ডুবে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করা । বাচ্চারা জানে --- ভারতবাসীদের নৌকা ডুবে গেছে । প্রতিটি কথা ভারতবাসীদের জন্যই বলা হয় । আর কোনও খন্ডের জন্য বলা হয়না । এটাও তোমরা বুঝে গেছ , সত্য নারায়ণ কথা বা অমরনাথের কথা এখানেই গায়ন হয় । তোমরা যখন অমৃতবেলায় মেডিটেশনে বস, তখন কাকে স্মরণ কর ? ভক্তি মার্গে তো এ ওকে, সে তাকে স্মরণ করে । ওদের সাধনা হলো অযথার্থ (যুক্তিহীন) । শেখাবার মতো কান্ডারী বা বাগবান তো ওদের নেই । গুরুরা মেডিটেশন শেখাতে গিয়ে বলেন এটা কর, ওটা কর । অনেক চেষ্টা করে স্মরণ করার জন্য। একে যোগ সাধনা বলা হয়, সেই সাধনা তো মানুষ মানুষকে দিয়ে করাচ্ছে । এখন তোমরা জান এই বাগিচার মালী অথবা মালিক হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । কাঁটার জঙ্গলের মালিক হলো রাবণ । মায়া রূপী রাবণ কাঁটার জঙ্গল তৈরি করে । এখানে তোমাদের কথা কেউ -কেউ জানে । ভুলেও যায়, মায়া এসে ভুলিয়ে দেয় । মেডিটেশনে বসলেও মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে । মেডিটেশন কিভাবে করবে - এটাও বাবা এসে শেখান । তোমরা হলে কর্মযোগী । দিনের বেলায় কর্মতো করতেই হবে । তার জন্য কোনও বাধা নেই । দিনের বেলায় মেডিটেশন হয়না । দিনের বেলা খাওয়া -দাওয়া, খেলাধুলা, জীবিকা নির্বাহ করতে কর্ম করতেই হয় । এত কিছুর মধ্যে অল্প সময়ের জন্য স্মরণ থাকে । অনেকেই বলে থাকে 'আমি সারাদিন স্মরণে থাকি', কিন্তু থাকা তো খুব মুশকিল, বাবা নিজের অনুভব দ্বারা বলছেন । অমৃত বেলায়, দিনের প্রারম্ভিক মুহূর্তে বিশুদ্ধ বাতাবরণ থাকে । ঐ সময় স্মরণ করা সহজ হয় । হ্যাঁ, কর্ম করতে করতে স্মরণ স্থায়ী হলে তো খুব ভালো । কিন্তু বাবা নিজের অনুভব দ্বারা বলছেন -- আমি চেষ্টা করি বাবার স্মরণে থেকে তোমাদের সাথে কথা বলার । অন্তরে এই নেশা থাকে -- আমি স্বয়ং পিতা (প্রজাপিতা ব্রহ্মা) বাচ্চাদের সাথে কথা বলছি । আমি স্বয়ং মনুষ্য সৃষ্টির পিতা । এভাবে বুঝতে পারলে নেশার মাত্রা বৃদ্ধি পায় । তারপর সোল কনসাশনেশ হয়ে যে, আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করে কথা বলছি । ঐ স্মরণে থাকা খুব মুশকিল । বাবা নিজের অনুভব দ্বারা বলছেন না ! বাবা শেখাচ্ছেন ও । এখানে তোমরা তো জান আমি বাগবান (মালী) । মালী যখন নিশ্চয়ই বাগান তৈরি করবেন । কাঁটা থোড়াই বানাবেন! মালী কাঁটার বীজ থোড়াই রোপন করবে । মালী সবসময় ফুলই তৈরি করে, সুতরাং বাবাও ফুল তৈরি করেন ।

ফরেস্ট (জঙ্গল) তৈরি করে মায়া । মায়ার মতে চললে মানুষ কাঁটায় পরিনত হয় । এই জ্ঞান তো প্রাপ্তি হয়েছে যে , বাবা বাগবান, কান্ডারী, দয়াশীল এবং বীজ রূপ। যখন রাতে তোমরা মেডিটেশনে বস, তখন বিচার আসে যে, কত বিশাল এই বাগিচা । প্রথমে কত ছোট ছিল । সুতরাং যোগের সাথে -সাথে জ্ঞান ও প্রয়োজন । মানুষের কাছে জ্ঞান তো কিছুই নেই । ওরা অনেক রকম যোগ করে। কারও না কারও স্মরণে বসে যায় । জ্ঞানের কোনও কথাই নেই । মা কালীর স্মরণে বসে গেলে, মা কালীর চেহারাই প্রত্যক্ষ হবে । জগদম্বাকে ও স্মরণ করে । ও হলো ভক্তি মার্গ । না বাবার স্মরণ থাকে না বর্সার স্মৃতি থাকে । ওরা বিভিন্ন রীতি অনুযায়ী ভক্তি করে । মালা জপ করে, কেউ কেউ গুপ্ত ভাবে জপ করে । এই সব আচার নিয়ম ভক্তি মার্গে কত রকমভাবে চালাতে থাকে । আমাদের ও গুপ্ত মালা। বাবারও (ব্রহ্মা) শৈশবে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে । বাবা বলছেন : বাবা জপ করছেন, আমরাও ওনাকে দেখে একটা ছোট ঘরে বসে মালা জপ করতাম । রাম - রাম জপ করতাম। ব্যাস ! জ্ঞান কিছুই নেই । এখন তোমরা বাচ্চাদেরতো জ্ঞান আছে । অমৃত বেলায় মেডিটেশনে বসবে ,অভ্যাস হয়ে গেলে খুব আনন্দ উপলব্ধি হবে । বাবা নিজের অনুভব শোনাচ্ছেন । জ্ঞান রমণ করতে থাকেন । কত বড়ো বাগিচা । প্রথমে ছোট ছিল । বীজ স্মৃতিতে এসেছে, বাগিচাও স্মৃতিতে এসেছে । কিভাবে বাগিচা তৈরি হয় - এই জ্ঞান বাবার মধ্যে আছে, আমাদের মধ্যেও এই জ্ঞান আছে । সম্পূর্ণ সৃষ্টি কল্পের ঝাড় বুদ্ধিতে এসে যায় । অন্তর্মনেও চলতে থাকে, একেই মেডিটেশন বলে। তোমাদের বাবাকে পাওয়ার সুখ আছে আবার জ্ঞানেরও খুশি থাকে । অবিনাশী বর্সা আর জ্ঞান দুটোই স্মরণে থাকে । ওরা হলো তত্ব জ্ঞানী এভাবে মেডিটেশনে বসবে না । ওদের মেডিটেশনে বসে নিশ্চয়ই তত্ব স্মরণে আসবে । ব্যাস ! তত্বতে লীন হয়ে যেতে হবে । রচয়িতা আর রচনাকে তো ওরা জানেই না, সুতরাং ওদের সাথে তোমরা বাচ্চাদের অনেক পার্থক্য ।

বাবা হলেন বীজরূপ -- এই জ্ঞান আমাদের আছে । রাতে মেডিটেশনে বসলে সুন্দর বিচার আসবে । বুঝতে পারবে ভক্তি মার্গে কি কি করতে, কত রকমের হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয় । এখন তো বুদ্ধিতে ধারণা হয়েছে যে, বাবাকে স্মরণ করলেই ওনার রচনা, সৃষ্টির ঝাড় স্মৃতিতে এসে যায় । আমরা 84 জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছি ।এখন ফিরে যাবার সময়। এই অনাদি ড্রামার চক্র ঘুরতেই থাকে । জ্ঞান রূপী সম্পদ স্মরণে থাকে, এই সম্পদ যিনি প্রদান করেন তাঁর কথাও স্মরণে থাকে । যত স্মরণে থাকবে ততই পরিপক্ক হয়ে উঠতে পারবে । তোমরা কাউকে বোঝাতে পার -- মেডিটেশনে আমরা কিভাবে বসি । মানুষতো অনেক রকমের মতামত দেয় -- অমুককে স্মরণ কর । এখানে আমরা সবাই এক মতের উপর স্থির । একজনের স্মরণেই থাকি । ছোট, বড়ো, বৃদ্ধ সবারই এক মত । মেডিটেশনে তো বসতে হবে না ! আমরাই আত্মা আমরাই পরমাত্মা এ তো হতে পারে না । আত্মা বলে -- আমি 84 জন্ম সম্পূর্ণ করছি , এবার ফিরে যেতে হবে । পরমাত্মা কি এমন বলবে ? তিনি তো পুনর্জন্মেই আসেন না । তোমাদের কাছে যখন কেউ আসে, তাকে হলে নিয়ে এসো । যখন বড়ো বড়ো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে বুঝতে আসে তখন তাদের এখানে নিয়ে আসো এবং তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাও কিভাবে আমরা ধ্যানে বসি, কিভাবে রাতে মেডিটেশনে বসে শুধুমাত্র একজন বাবাকেই স্মরণ করি । বাবার নির্দেশ -- আমাকে স্মরণ কর আর রচনাকে স্মৃতিতে রাখ । ৮৪ জন্ম গায়ন আছে, নিশ্চয়ই প্রথমে দেবী - দেবতারা ছিল, ওদেরই 84 জন্ম গাওয়া হয় । এই চক্রের রহস্যকে ভালো করে বুঝতে হবে । আমাদের বাবা আর ওনার রচিত এই সৃষ্টি চক্র স্মরণে থাকে । বাবার স্মৃতি আর রচনার আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে । আমাদের সবারই এক মত আর সেটা হলো শ্রী মত । পতিত পাবন বাবা এসেই বেহদ স্বর্গের

অবিনাশী বর্সা প্রদান করেন, সুতরাং বাবাকে স্মরণতো করতেই হবে তাইনা ! বাবার দ্বারাই আমরা অবিনাশী বর্সা গ্রহণ করি, তারপর নীচে নামতে থাকি ; নীচে নেমে অধোগতি প্রাপ্তি হয় । তারপর শেষে পতিত হয়ে যাই । বাবা হলেন রচয়িতা সুতরাং রচনার নলেজই দেবেন। গডফাদার হলেন নলেজফুল, তিনি পতিত পাবন । নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়াতে এসেই পাবন বানাবেন তাইনা ! এভাবে তোমরা কাউকে বসে বোঝালে প্রভাবিত হবে । তাদের বল, শুধু আচ্ছা আচ্ছা করেই চলে যেও না । একে প্র্যাকটিক্যালি গ্রহণ করতে হবে । জন্ম - জন্মান্তরের বোঝ মাথার উপর জমা হয়ে আছে । এতে সময় লাগবে ।
তোমাদের বোঝাতে হবে -- বাবা এসেছেন, মৃত্যু সামনেই অপেক্ষা করছে। অবহেলা করলে বর্সা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে । শুভ কার্যে দেরি করা উচিত নয় । এসেছ যখন, তবে শিখেই যাও । এই মেডিটেশনে বসলে নেশার (খুশি) মাত্রা বৃদ্ধি পাবে । এখন বাবাকে স্মরণ কর । তোমাদের বাবা আছে না ! ভক্তি মার্গে জন্ম -জন্মান্তর ধরে স্মরণ করে এসেছ । লৌকিক বাবাতো প্রতি জন্মেই বদল হচ্ছে, তবুও তোমরা নিরাকার বাবাকে নিশ্চয়ই স্মরণ কর কেননা তিনি হলেন অবিনাশী । বিনাশী (লৌকিক) বাবার কাছ থেকে বিনাশী বর্সা প্রাপ্তি হয় । অবিনাশী বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্সা প্রাপ্তি হয় । আমরা শ্রী শ্রীমতে চলেই শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠি । আদি সনাতন তো দেবী -দেবতা ধর্মই ছিল । ওদের থেকেই আরও বংশধর তৈরি হয়েছে ।

সন্ন্যাসীদের হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস । তোমাদের হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস । এ হলো রাজযোগ । ভারতের মুখ্য শাস্ত্র হলো গীতা, সুতরাং মেডিটেশনের জন্য এটা বোঝাতে হবে -- বাবা আমাদের এইভাবে মেডিটেশন শেখান । মানুষকে কখনও ভগবান বলা যায় না । ভগবানতো সবার একই হওয়া উচিত তাইনা ! উনিই পতিত পাবন, হেভিনলী গডফাদার আর আসেন ও এই ভারত ভূমিতে । ভক্তি মার্গে ওনার কত বড়ো মন্দির তৈরি হয়েছিল । ওনার শ্রী শ্রীমতে চলেই আমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠি । এসব কথা বসে বোঝ । বাবা আর রচনার আদি - মধ্য -অন্তকে জানো । এসব আর কেউ জানেনা । সত্যযুগের আয়ুই এতো বলে দেয় । প্রথমে ঝাড় যখন নতুন সৃষ্টি হয়, তখন তাকে স্বর্গ বলা হয় । তারপর সেটা জড়জড়ীভূত হয়ে যায় । এখনতো সারা দুনিয়া নরকে পরিনত হয়েছে । ঘরে -ঘরে তো কি ! সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন নরক । এ হলো কাঁটার জঙ্গল । একে অপরকে কাঁটাই (দুঃখ) দিতে থাকে । বাবা এসে আবার গার্ডেন অফ আল্লাহ্ তৈরি করেন, স্বর্গ স্থাপনা করেন । তোমরা জান ফুলের বাগিচা কাকে আর কাঁটার জঙ্গল কাকে বলে । তোমরা দৈবী ফুল হয়ে উঠছ সুতরাং মনন চিন্তন চলতেই থাকা উচিত । বাবার মধ্যে এই নলেজ আছে, বাচ্চাদের মধ্যে ও আছে ।

এইভাবে বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকলে রাতে মেডিটেশনে বসে খুব খুশি অনুভব হবে । এইভাবে বোঝাও । ওরা বিচার কিছুই জানেনা তাই নিজের প্রতি ওদের করুণা হয় । ও গডফাদার বলে ডেকে ওঠে, কিন্তু বাবাকে আর ওনার রচনাকে জানেনা । আমরাও এখন আল্লাহ্ -র বাচ্চা হয়েছি । বোঝাবার জন্য বড়ো নেশা থাকা উচিত। অবিনাশী জ্ঞান দান করা উচিত । দানীর (দাতা) অনেক অনেক মহিমা করা হয় । যারা ধর্মীয় মানসিকতার তারাই দান করে । তোমরা তো হলে রিলিজিয়াস মাইন্ডের, দান করবে না তো প্রাপ্তি কি হবে ? দান তো অবশ্যই করতে হবে । জ্ঞান দান করা তো অতি সহজ । বাবা বলেন - আমি এভাবে মেডিটেশনে বসি, এই দুনিয়ার চক্র এইভাবে ঘোরে । প্রথমে এক ধর্ম ছিল পরে অনেক ধর্ম এসেছে । এরা সবাই বংশোদ্ভূত পরিবার ।

এ সব তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করা উচিত । মানুষের যোগ করার অনেক শখ থাকে। ওদের বলো, আমাদের মেডিটেশন এসে দেখে যাও । রিলিজিয়ান মাইন্ডের যারা হয়, তারা মেডিটেশন হল দেখে খুশি হয় । রিলিজিয়াস মাইন্ডেড মানুষ কখনও পাপ করে না । তোমাদের কাছে বোঝাবার জন্য তো অনেক পয়েন্টস আছে, কিন্তু বাচ্চারা নম্বর অনুসারে আছে । কেউ কেউ আছে যাদের বুদ্ধির তালাই খোলেনা । বাবাকে স্মরণ করেনা, বুদ্ধির তালা খুলবে কি করে ? খুব সহজ কথা । বোঝাতে হবে আমরা স্মরণে কিভাবে বসি । মানুষ তো জানেই না আমরা কাকে স্মরণ করি । আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন স্বয়ং নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি সবার পিতা । উনিই পতিত পাবন গডফাদার যিনি আমাদের রাজযোগ শেখান । এখন তোমরা শেখো বা না শেখো । আমাদের সবারই এক মত । শ্রী শ্রী থেকে আমরা মত গ্রহণ করি । এই হলো এইম –অবজেক্ট । যেমন বাবা নলেজফুল তেমনই বাচ্চারা । মানুষ থেকে দেবতা এক বাবাই বানান । এইভাবে বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকলে রাতে মেডিটেশনে বসে খুব খুশি অনুভব হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) অমৃত বেলায় উঠে বাবার স্মরণে বসে জ্ঞানের রমণ করতে হবে । জ্ঞান ধন স্মরণের সাথে সাথে, জ্ঞান দাতাকেও স্মরণ করতে হবে ।

২) ঈশ্বরীয় নেশায় থেকে সেবা করতে হবে। সবাইকে মেডিটেশন করার সহজ বিধি বুঝিয়ে দিতে হবে । সকলকে একমত হয়ে থাকতে হবে ।

বরদান :-- পিওরিটির (পবিত্রতা) পার্সোনালিটি আর রয়্যালটি (সত্যতা) দ্বারা বাবার সমীপে (নিকটে) আসতে সমর্থ দেহী - অভিমানী ভব ।

যেমন শরীরের পার্সোন্যালিটি আত্মাদের দেহ - ভানে নিয়ে আসে, তেমনই পিওরিটির পার্সোনালিটি দেহী - অভিমানী করে বাবার সমীপে নিয়ে আসে । পিওরিটির পার্সোনালিটি আত্মাদের পিওরিটির প্রতি আকৃষ্ট করে । পিওরিটির রয়্যালটি ধর্মরাজের হাত থেকেও মুক্ত করে দেয় । এমনই রয়্যালটির আধারে ভবিষ্যতে কোনও রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসতে পারবে । দেহী - অভিমানী বাচ্চা এই পার্সোনালিটি দ্বারা বাবাকে সাক্ষাত্কার করাতে সমর্থ রুহানী দর্পণ হয়ে ওঠে ।

স্লোগান :-- সবসময় প্রত্যেকের মধ্যে থাকা বিশেষত্বকে দেখার চশমা পরে থাকলে বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে।